জিলহজ মাসের প্রথম ১০ (দশ) দিনের আমল

(আমল শুরু করার সম্ভাব্য তারিখ: ২৯.০৫.২০২৫ খ্রি. বৃহস্পতিবার থেকে/চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল)

- আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্বরণ করা। **(সুরা হজ: ২৮)**
- অধিক হারে নেক আমল করা। **(সহিহ বুখারি, হাদিস নং: ৬৬৯)**
- পাপের পথ না বাড়ানো। **(বুখারি ও মুসলিম)**
- সামর্থবান হলে হজ করা। **(সূরা আল ইমরান: ৯৭)**
- সামর্থবান হলে কুরবানি করা। **(সুরা কাউসার: ৩, মুসনাদে আহমাদ)**
- কুরবানিচ্ছুক ব্যক্তি এই দশ দিন নখ, চুল ইত্যাদি না কাটা। **(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং: ৩১৪৯)**
- বেশি বেশি তাহলিল ***(লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ)***, তাকবির ***(আল্লাহু আকবার)*** ও তাহমিদ ***(আল-হামদুলিল্লাহ)*** পড়া। **(মুসনাদে আহমাদ: ৬১৫৬)**
- আরাফার দিনে ***ফজর থেকে ঈদের চতুর্থ দিন পর্যন্ত অর্থাৎ ১৩ জিলহজ আসর*** পর্যন্ত প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর নারী-পুরুষ সকলে ***ন্যূনতম ১ (এক)*** বার করে উক্ত তাকবির পাঠ করা। **(সুরা বাক্বারা: ২০৩, সুনানে বাইহাকি কুবরা, হাদিস নং: ৬০৭১)**
- আরাফার দিনে রোজা রাখা। **(সহিহ মুসলিম, হাদিস নং: ৭৪০)**
- ঈদের সালাত আদায় করা ও ঈদের সুন্নাতসমূহ পালন করা। **(সহিহ বুখারি, হাদিস নং: ৯৫৬)**

"মহান আল্লাহর নিকট যেকোনো দিনের নেক আমলের চেয়ে জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের আমল অধিক প্রিয়।"

(বুখারি: ৯৬৯)

ঈদুল আজহা অর্থ ত্যাগের উৎসব। এ পবিত্র উৎসব উদ্‌যাপনকালীন নিম্নবর্ণিত শুদ্ধাচার অনুশীলন ও পরিপালন করা আবশ্যক!

- কারো কাছে কোরবানির পশুর দাম জিজ্ঞাসা না করা। কোরবানির পশুর কোনো দাম হয় না। আর কেউ পশুর দাম জানতে চাইলে বলা, আল্লাহ যা সামর্থ্য দিয়েছেন তার মধ্যেই কেনার চেষ্টা করেছি। কুরবানির পশুর দাম ও আকার নিয়ে অসুস্থ প্রতিযোগিতা থেকে বেরিয়ে আসা।

- আমি এত টাকা দিয়ে কুরবানি দিলাম—নিজেকে জাহির করার উদ্দেশ্যে এ ধরনের কথা বলা থেকে বিরত থাকা। কুরবানির পশু কেনার পর বাজার দর যাচাই করে দামে ঠকে গেছি—এ ধরনের আফসোস না করা।

- কোরবানির পশু কেনার অর্থ যেনো অবশ্যই হালাল ও সৎ উপার্জন থেকে হয়, সেদিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া। কোরবানির গোশতের ওজন ও পরিমাপ নিয়েও কথা না বলা।

- আল্লাহর নির্দেশনার সাথে পূর্ণ একাত্মতার জন্য কুরবানির পশু বাস্তবে দেখে ও ভালোভাবে বুঝে ক্রয় করা। অনলাইনে কিনতে গেলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঠকার সম্ভাবনাই বেশি। তাই, অনলাইনে কোরবানির পশু ক্রয়করা থেকে বিরত থাকা।

- কুরবানির গোশত যথাযথভাবে বিতরণ করা। কেবল গোশত সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ফ্রিজ/রেফ্রিজারেটর কেনার ভ্রান্ত মানসিকতা পরিহার করা। গরিব, দুঃখী, প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কোরবানির গোশত সঠিকভাবে ও ন্যায্যতার সাথে বিতরণ নিশ্চিত করা।

- কুরবানিরে ঈদ উদ্‌যাপনকালীন খাদ্য উৎসবে মেতে না ওঠে বরং খাবারের আয়োজনে পরিমিতি বজায় রাখা। গোশত বা পশুর কোনো অংশ যেনো কোনোভাবেই অপচয় না হয়, সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখা।

- কদিন পর কুরবানি করব—এই ভেবে কুরবানির পশুকে অযত্নে-অবহেলায়-অনাহারে না রাখা। কুরবানির পশুর সাথে উত্তম আচরণ করা, তাকে ঠিকমতো খাদ্য ও পানীয় দেওয়া এবং জবাইয়ের আগ পর্যন্ত কোনো প্রকার কষ্ট না দেওয়া।

- কুরবানির পশুর সাথে সেলফি তোলা কিংবা কুরবানির ভিডিয়ো ধারণ করা একটি ভ্রষ্টাচার। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ সম্পর্কিত যেকোনো প্রচার থেকে পুরোপুরি বিরত থাকা।

- কুরবানির পশুর রক্ত ও বর্জ্য নিজ উদ্যোগে পরিষ্কার করা। এক্ষেত্রে নগর/শহর/স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পরিচ্ছন্নতা বিধি মেনে চলা এবং এ কার্যক্রমে যথাসম্ভব সাহায্য করা। কোরবানির পশু কেনা থেকে শুরু করে মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে ব্যক্তিগত ও পরিবেশগত স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে চলা।

- ঈদের ছুটিতে পরিবার, প্রতিবেশী, আত্মীয় ও পরিচিতজন- সকলে মিলে আনন্দের সাথে সময় অতিবাহিত করা। টিভি, ইন্টারনেট, স্মার্টফোন, ফেসবুক ও টিকটক রিলস্‌, ইউটিউব প্রভৃতিতে নিমগ্ন হওয়াসহ সব ধরনের ভার্চুয়াল/ডিজিটাল আসক্তি থেকে মুক্ত থাকা।

- কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কোরবানি করা, কোনো রকম লোকদেখানো বা সামাজিক প্রতিযোগিতার মনোভাব না রাখা। ত্যাগের মহিমাকে হৃদয়ে ধারণ করা। কোরবানির মাধ্যমে নিজের ভেতরের পশুসুলভ প্রবৃত্তি ত্যাগ করে আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জন এবং আল্লাহর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

পবিত্র কোরবানির গুরুত্ব :

পবিত্র কুরবানি কেবল একটি পশু উৎসর্গ করার প্রথা নয়, বরং এটি আল্লাহ তায়ালার প্রতি বান্দার সর্বোত্তম আনুগত্য, ত্যাগ ও ভালোবাসার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এটি হযরত **ইবরাহীম (আ.)** কর্তৃক স্বীয় পুত্র হযরত **ইসমাইল (আ.)**-কে আল্লাহর আদেশে কুরবানি করতে উদ্যত হওয়ার মহান স্মৃতি বহন করে। কুরবানি আল্লাহ তায়ালার প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের প্রতীক। কুরবানির মাধ্যমে মুসলমানরা তাদের ভেতরের পশুসুলভ প্রবৃত্তি, লোভ ও অহংকারকে ত্যাগ করে আত্মশুদ্ধি অর্জনের শিক্ষা লাভ করে। সামর্থ্যবানদের জন্য কুরবানি করা ওয়াজিব, যা পালনের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ মানা হয়। কুরবানির গোশত গরিব-দুঃখী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের মধ্যে বিতরণের ফলে সমাজে পারস্পরিক ভালোবাসা, সহানুভূতি ও ঐক্য বৃদ্ধি পায়।

পবিত্র কোরবানির ফজিলত:

“কুরবানি” শব্দের অর্থই হলো নৈকট্য। এই আমলের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর বিশেষ সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করে। ***রাসুলুল্লাহ (সা.)*** *বলেছেন,* “কুরবানির দিন রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে প্রিয় কোনো আমল আল্লাহর কাছে নেই। কিয়ামতের দিন এ পশু তার শিং, পশম ও ক্ষুরসহ উপস্থিত হবে। আর কুরবানির রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহর কাছে তা বিশেষ মর্যাদায় পৌঁছে যায়। সুতরাং তোমরা আনন্দচিত্তে কুরবানি করো।” *(তিরমিজি, ইবনে মাজাহ)*। কুরবানির পশুর প্রতিটি পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকি লেখা হয়। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশাল পুরস্কার। আল্লাহর খলিল (বন্ধু) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করার মাধ্যমে তাঁর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পায় এবং তাঁর মতো ত্যাগের মানসিকতা তৈরি হয়। কুরবানির মূল উদ্দেশ্যই হলো তাকওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, “আল্লাহর কাছে এর (কুরবানির পশুর) গোশত এবং রক্ত পৌঁছায় না, বরং পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া।” ***(সূরা হজ: ৩৭)***।

পবিত্র কুরবানি হলো সৃষ্টিকর্তার প্রতি গভীর আনুগত্য, আত্মত্যাগ, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং অশেষ সওয়াব ও ক্ষমা লাভের এক অপূর্ব মাধ্যম। এটি মুমিনের জীবনে তাকওয়া ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের এক সোনালী সোপান।

শুভকামনা ও দোয়ায়

শিফা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল